দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

MAR. 16 2002

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আইডিয়েল প্রকল্পে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আইডিয়াল প্রকল্পের বিভিন্ন পদে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। খোদ নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব ও বর্তমানে অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাইয়েদুল বাশার নিজে সই করে ২৫টি নিয়োগপত্র গ্রহণ করেছেন। এ নিয়ে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। নিয়োগ সংক্রান্ত এ অনিয়ম তদন্তের জন্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন)কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আইডিয়াল প্রকল্পের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য গত বছরের ২১শে মার্চ দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সকল নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সরকারের বিশেষ অনুমোদন নিয়ে আইডিয়েল প্রকল্পের সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এমএলএসএস/নৈশপ্রহরী পদে আবেদন-কারীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আইডিয়েল প্রকল্পের এসব পদে নিয়োগের জন্য প্রকল্প পরিচালক আলাউদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান ও প্রকল্পের সহকারী পরিচালক (বর্তমানে অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, (প্রশিক্ষণ)কে সদস্য সচিব করে একটি নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়।

সূত্র জানায়, গত বছরের ২৫শে নভেম্বর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও এমএলএসএস/নৈশ প্রহরী পদে আবেদনকারীদের ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় অপরিবর্তনীয় কালি দিয়ে দেয়ার চিরাচরিত নিয়মের পরবর্তে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরা পেনসিল দিয়ে আবেদনকারীদের নামের বরাবরে প্রদান করেন। পরবর্তীতে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরা তাদের 'পছন্দের প্রার্থীদের নম্বর পরিবর্তন করে তাদের নিয়োগ প্রদান করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং গত ঈদের ছুটির আগে তড়িঘড়ি করে তাদের নিয়োগপত্র প্রদান করেন। শুধু তাই নয় নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো. সাইয়েদুল বাশার একাই ২৫ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও নৈশ প্রহরীর নিয়োগপত্র নিজে সই করে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে প্রত্যেকের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে নিয়ে তাদের নিয়োগপত্র বিলি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র আরো জানায়, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এমএলএসএস/নৈশপ্রহরী পদে আবেদন চাওয়া হয়। অন্যদিকে নিয়োগ দেয়া হয় কেবল নৈশপ্রহরী পদে। এতে আবার সরকারি নিয়মনীতি ভঙ্গ করে ৮ জন মহিলাকে নৈশপ্রহরী পদে নিয়োগ দেয়া হয়।